ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল

BACH কী?

✓ BACH হচ্ছে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস, যেখানে দু'ধরণের আন্তঃব্যাংক লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়। একটি হল বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS), যার মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক চেক ক্লিয়ারিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অপরটি হল বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) যার মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক ইলেকট্রনিক ডেবিট ও ক্রেডিট লেনদেনসমূহ পরিচালিত হয়।

চেক ক্লিয়ারিং এর জন্য গ্রাহককে কোন চার্জ পরিশোধ করতে হয় কি?

চেক ক্লিয়ারিং এর জন্য চেকের প্রাপককে নিম্নোক্ত হারে চার্জ পরিশোধ করতে হয় ঃ

✓ চেকে টাকার অংক ৫০,০০০ বা এর বেশি কিন্তু ৫ লক্ষ টাকার নিচে হলে চেকটি ক্লিয়ারিং এর জন্য ভ্যাটসহ মোট ১০ টাকা;

✓ চেকে টাকার অংক ৫ লক্ষ বা এর বেশি হলে চেকটি Regular Value ক্লিয়ারিং সেক্ষেত্রে উপস্থাপিত হলে ভ্যাটসহ ২৫ টাকা;

✓ চেকে টাকার অংক ৫ লক্ষ বা এর বেশি হলে চেকটি High Value ক্লিয়ারিং সেশনে উপস্থাপিত হলে ভ্যাটসহ মোট ৬০ টাকা;

✓ এছাড়া, ৫০,০০০ টাকার নিচে চেক এবং সকল ধরণের G2P/P2G অর্থাৎ কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দেয়া সরকারি চেক, সরকারি পাওনার বিপরীতে কিংবা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার বিভিনড়ব পাওনার বিপরীতে অথবা ইউটিলিটি বিলের বিপরীতে প্রদত্ত চেক ক্লিয়ারিং এর জন্য কোন চার্জ পরিশোধ করতে হয় না।

High Value (HV) এবং Regular Value (RV) চেকের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

✓ High Value: ৫ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যমানের চেক বা পরিশোধ দলিল যা একই কর্মদিবসে ব্যাংকিং সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়।

✓ Regular Value: যে কোন মূল্যমানের চেক বা পরিশোধ দলিল যা একই কর্মদিবসে ব্যাংকিং সময়সীমার পরে নিষ্পত্তি হয়।

Regular Value ক্লিয়ারিং কী?

✓ Regular Value ক্লিয়ারিং হচ্ছে BACPS এর আওতায় প্রদত্ত একটি চেক ক্লিয়ারিং সেবা, যাতে যে কোন অংকের চেক উপস্থাপিত হতে পারে। বর্তমান সময় অনুসারে Regular Value ক্লিয়ারিং -এ চেক উপস্থাপনের সর্বশেষ সময় দুপুর ১২.৩০ টা এবং এর রিটার্ন কাট অফ ও চেক নিষ্পত্তি (Settlement) এর সময় বিকাল ৫.০০ টা। ফলে, উক্ত সময়ের পরে চেকের প্রাপকের হিসাবে চেকের টাকা জমা করা হয়ে থাকে।

High Value ক্লিয়ারিং কি?

✓ যখন ৫ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব অংকের চেক ক্লিয়ারিং করা হয়ে থাকে তখন তাকে High Value Clearing ক্লিয়ারিং বলে। High Value ক্লিয়ারিং এর ক্ষেত্রে চেক উপস্থাপনের সর্বশেষ সময় দুপুর ১২.০০ টা এবং চেক রিটার্ন নিষ্পত্তি (Settlement) এর সময় বিকাল ৩.০০ টা। ফলে, চেক প্রাপকের হিসাবে একই দিনে ৩.০০ টার পরে চেকের টাকা জমা হয়ে থাকে।

MICR চেক কী?

✓ Magnetic Ink Character Recognition (MICR) চেক হচ্ছে বিশেষ ধরণের লেখার হরফ যা মেশিনে পড়া যায় (Machine readable)। বর্তমান চেকগুলোতে কিছু তথ্য এই হরফে মুদ্রিত থাকে যা চেককে স্বয়ংক্রিয় ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার উপযোগী হতে সহায়তা করে। নতুন এ চেকগুলোতে বিশেষ ধরণের কাগজ, নির্ধারিত নকশা ও মাত্রা, জলছাপ, ক্ষুদ্রাকৃতির মুদ্রণ, মোচনীয় কালি, অদৃশ্য মোচনীয় আলট্রা ভায়োলেট কালি, MICR কোড লাইন এবং কেমিক্যাল সংবেদনশীলতা ইত্যাদি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

ক্লিয়ারিং হাউসে কি MICR চেক ছাড়া অন্য কোন চেক গ্রহণ করা হয়?

✓ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউসে MICR চেক ছাড়া অন্য কোন চেক/পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট গ্রহণ করা হয় না।

গ্রাহক সম্মতি (Positive pay) কী?

✓ কোন গ্রাহক উচ্চ মূল্যের চেক ইস্যু করলে, চেকের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঐ গ্রাহকের সম্মতি গ্রহণের পদ্ধতি/প্রক্রিয়াই হচ্ছে 'গ্রাহক সম্মতি' বা Positive pay।

✓ সাধারণত প্রতিষ্ঠানের একাউন্টের জন্য এক লক্ষ টাকা বা বেশি অংক এবং ব্যক্তি একাউন্টে পাঁচ লক্ষ টাকা ও তার বেশি টাকার চেক পরিশোধের ক্ষেত্রে Positive pay গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

কী কী কারণে চেক ফেরত দেয়া হয়?

বিভিন্ন কারণে চেক ফেরত দেয়া হতে পারে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ নিম্নরূপঃ
(ক) চেক ইস্যুকারীর হিসাবে অপর্যাপ্ত টাকা;

(খ) কথায় ও অংকে চেকের মূল্যমানের ভিনড়বতা;

(গ) আগাম (ভবিষ্যতের তারিখ যুক্ত) চেক/তারিখ বিহীন চেক;

(ঘ) মেয়াদ উত্তীর্ণ চেক;

(ঙ) চেক ইস্যুকারীর (হিসাবধারীর) স্বাক্ষর না মেলা;

(চ) চেক ইস্যুকারী (হিসাবধারী) কর্তৃক চেক পরিশোধ স্থগিত করা হলে;

(ছ) চেক ইস্যুকারীর হিসাব বন্ধ/ব্লকড/সুপ্ত থাকা;

(জ) চেকে মুদ্রিত/লিখিত নাম/হিসাব নম্বর/মূল্যমান/তারিখ এর ঘষামাজা ও পরিবর্তন করা;

(ঝ) পরিশোধের এ্যাডভাইস না পাওয়া ইত্যাদি।

চেক জালিয়াতির ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত বলে প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

✓ চেক জাল করে গ্রাহকের হিসাব হতে অর্থ জালিয়াতি বা প্রতারণার ঘটনায় ব্যাংকের নিজস্ব তদন্তে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত রয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকের এতদ্সংক্রান্ত দাবি পূরণ করা বাধ্যতামূলক।

BEFTN কী?

✓ BEFTN অর্থ বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর গ্রাহক ইলেকট্রনিক উপায়ে নিজের ব্যাংক একাউন্ট হতে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে টাকা লেনদেন করতে পারেন।

ইএফটি এর উপকারিতা/সুবিধাসমূহ কী?

✓ ইএফটির মাধ্যমে ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় ধরণের ইলেকট্রনিক নির্দেশনা প্রদান করা যায় যা প্রত্যহ দুইটি সেশনে নিষ্পত্তি করা হয়। ইএফটি লেনদেনের খরচ, সময় এবং সম্পদ সংরক্ষণকারী একটি দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এবং ব্যয় সাশ্রয়ী পদ্ধতি যা আবর্তিত বা বার বার অর্থ পরিশোধের জন্য বিশেষ উপযোগী। এই পদ্ধতিটি পরিচালন ব্যয় ও ঝুঁকি হ্রাস করে এবং একই সাথে সার্বিকভাবে পরিশোধ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

BEFTN এর মাধ্যমে কোন কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যায়?

✓ BEFTN এর মাধ্যমে গ্রাহকের নিজের ব্যাংক হিসাব হতে অন্য যে কোন ব্যাংকের গ্রাহকের হিসাবে টাকা পাঠাতে পারেন; প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন-ভাতা পরিশোধ করা যায়; গ্রাহকের একাউন্টে সরাসরি ডিভিডেন্ড, ইন্টারেস্ট প্রভৃতি জমা করা যায় এবং গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব হতে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস বিল, ঋণের কিস্তি, বিমা প্রিমিয়াম ইত্যাদি আদায়, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরকালীন সুবিধাদি প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান, সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ও আসল পরিশোধ করা যায়।

BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনের পদ্ধতি কী?

✓ BEFTN এর মাধ্যমে ক্রেডিট ও ডেবিট দু'ধরনের লেনদেন সম্পাদন করা যায়। একজন গ্রাহক অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে টাকা পাঠানোর জন্য কিংবা একজন গ্রাহক অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট হতে টাকা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। গ্রাহকের নির্দেশ অনুসারে তার নিজের একাউন্টের টাকা ক্রেডিট লেনদেনের মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে জমা হয়। অপরদিকে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট হতে টাকা ডেবিট লেনদেনের মাধ্যমে নিজের একাউন্টে জমা করা যায়।

✓ তবে কেবলমাত্র কর্পোরেট গ্রাহকগণই ডেবিট লেনদেনের নির্দেশ দিতে পারে।

BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে নির্দেশ প্রদানের উপায় কী?

✓ ব্যাংকের যে শাখায় গ্রাহকের একাউন্ট রয়েছে সেই শাখায় গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে ক্রেডিট লেনদেনের আওতায় টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেয়া যায়। ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

✓ এছাড়া, ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও BEFTN ব্যবস্থায় টাকা লেনদেনের নির্দেশ রাখা যায়।

✓ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, স্কিম এর কিস্তি বা বিমা প্রিমিয়াম নিয়মিত ভিত্তিতে পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকের এককালীন সম্মতির প্রেক্ষিতে নিয়মিত ইএফটি ডেবিট লেনদেন সম্পাদিত হতে পারে।

BEFTN এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে কী পরিমান সময় লাগে?

✓ BEFTN এর মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্য দিবসের যে কোন সময়ে গ্রাহক ব্যাংকের মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে টাকা পাঠানোর কিংবা অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট হতে টাকা সংগ্রহের নির্দেশ পাঠাতে পারেন। গ্রাহকের নির্দেশনা অনুসারে তার পরের দিন অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা হয় কিংবা অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট হতে টাকা সংগৃহীত হয়ে নিজের একাউন্টে জমা হয়।

BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে কি কোন চার্জ দিতে হয়?

✓ BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে কোন চার্জ দিতে হয় না।

কতগুলো ব্যাংক BEFTN এর মাধ্যমে অর্থ লেনদেন সেবা দিচ্ছে?

✓ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক BEFTN এর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে অর্থ লেনদেন সেবা দিয়ে থাকে।

BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে সমস্যা হলে গ্রাহক কোথায় এর প্রতিকার পাবেন?

✓ BEFTN এর মাধ্যমে টাকা লেনদেনে সমস্যা হলে গ্রাহক নিজের ব্যাংক/ব্যাংকের শাখায় অভিযোগ করবেন। এতে সমাধান পাওয়া না গেলে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট এর মহাব্যবস্থাপক এর ইমেইল gm.psd@bb.org.bd এ অভিযোগ জানাতে পারবেন।

NPSB কী?

✓ NPSB এর অর্থ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ। এটি আন্তঃব্যাংক কার্ডভিত্তিক ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং লেনদেন সম্পাদনের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করেছে। NPSB এর মাধ্যমে এক ব্যাংকের গ্রাহক অন্য ব্যাংকের ATM হতে টাকা তুলতে পারেন; এক ব্যাংকের গ্রাহক অন্য ব্যাংকের POS টার্মিনালের মাধ্যমে পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ করতে পারেন; ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এক ব্যাংকের গ্রাহক নিজের একাউন্ট/কার্ড থেকে অন্য গ্রাহকের ব্যাংকের একাউন্ট হোল্ডারকে টাকা পাঠাতে পারেন।

ইন্টার-অপারেবল ATM কী?

✓ ATM মানে অটোমেটেড টেলার মেশিন, যেখানে ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে নিজের একাউন্ট হতে নগদ টাকা তুলতে পারে। NPSB এর সদস্য ব্যাংকের ATM গুলো ইন্টার অপারেবল, যেখানে এক ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যাংকের ATM ছাড়াও অন্য ব্যাংকের ATM হতে নগদ টাকা তুলতে পারেন; ব্যালেন্স অনুসন্ধান করতে পারেন এবং mini statement প্রিন্ট নিতে পারেন।

নিজ ব্যাংকের ATM-এ টাকা তোলা, ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহের চার্জ কত?

✓ নিজ ব্যাংকের ATM এ টাকা তোলা, ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহে কোন চার্জ প্রদান করতে হয় না।

অন্য ব্যাংকের ATM-এ টাকা তোলা, ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহের চার্জ কত?

✓ অন্য ব্যাংকের ATM এ প্রতি নগদ উত্তোলনে চার্জ ১৫ টাকা। ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহের চার্জ ৫ টাকা।

ATM-এ সর্বোচ্চ কত টাকা উঠানো যায়?

✓ গ্রাহকের হিসাবের ধরণ অনুসারে বিভিনড়ব ব্যাংকের ATM এ টাকা উঠানোর সীমা ভিন্ন ভিন্ন। তবে, সাধারণত ATM হতে প্রতি লেনদেনে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা এবং দিনে সর্বোচ্চ ৫টি লেনদেনে ৫০,০০০/- টাকা নগদ উঠানো যায়।

✓ তবে COVID-19 এর সময়ে ATM হতে নগদ অর্থ টাকা তোলার সর্বোচ্চ সীমা (ন্যূনতম) নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০০,০০০ টাকা।

ইন্টার-অপারেবল POS কী?

✓ POS মানে পয়েন্ট অব সেলস, যার মাধ্যমে ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের সাহায্যে পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ করতে পারে। NPSB এর সদস্য ব্যাংকের POS গুলো ইন্টার-অপারেবল, যেখানে এক ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যাংকের POS ছাড়াও অন্য ব্যাংকের POS এর মাধ্যমে পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

POS লেনদেনে কি গ্রাহককে কোন চার্জ দিতে হয়?

✓ POS লেনদেনে গ্রাহককে কোন চার্জ দিতে হয় না।

IBFT কি? এর সুবিধা কী?

✓ IBFT হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার।

✓ এ ব্যবস্থায় এক ব্যাংকের গ্রাহক নিজের একাউন্ট/কার্ড থেকে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে/কার্ডে টাকা পাঠাতে পারেন।

IBFT লেনদেনে সর্বোচ্চ কত টাকা পাঠানো যায়?

IBFT-তে লেনদেনের সীমা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ব্যক্তিগত হিসাব/কার্ড হতে			প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব হতে		
দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা	একক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা	দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা	দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা	একক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা	দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা
৫,০০,০০০/- টাকা	১,০০,০০০/- টাকা	১০টি	১০,০০,০০০/- টাকা	২,০০,০০০/- টাকা	২০টি

NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে কতগুলো ব্যাংক ইন্টার-অপারেবল IBFT লেনদেনে যুক্ত রয়েছে?

✓ NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে ২৮টি ব্যাংক ইন্টার-অপারেবল IBFT লেনদেনে যুক্ত রয়েছে।

পেমেন্ট কার্ড কী?

✓ পেমেন্ট কার্ড হচ্ছে একটি পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট যার মাধ্যমে উক্ত প্লাস্টিক কার্ডের মালিক পণ্য/সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেনদেন পরিচালনা করতে পারেন, ATM/POS ব্যবহার করে নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারেন এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তহবিল স্থানান্তর করতে পারেন।

পেমেন্ট কার্ড কত প্রকার ও কী কী?

✓ বর্তমানে বাজারে ৩ ধরনের পেমেন্ট কার্ড প্রচলিত রয়েছে: ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, এবং প্রিপেইড কার্ড।

ক্রেডিট কার্ড কী?

✓ ক্রেডিট কার্ড এক প্রকারের পেমেন্ট কার্ড যার মাধ্যমে উক্ত কার্ডের মালিক পরবর্তীতে নিদিষ্ট তারিখে সমন্বয়যোগ্য ঋণের ভিত্তিতে বর্তমানে লেনদেন পরিচালনা করতে পারেন।

ডেবিট কার্ড কী?

✓ ডেবিট কার্ড এক ধরনের পেমেন্ট কার্ড, যা গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে ইস্যু করা হয় এবং গ্রাহক হিসাব থেকে সরাসরি অর্থ বিয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে আর্থিক লেনদেন পরিচালনার সুবিধা প্রদান করে।

প্রিপেইড কার্ড কী?

✓ প্রিপেইড কার্ড এক ধরনের পেমেন্ট কার্ড, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমাকরণের বিপরীতে ইস্যু করা হয়। এই জাতীয় কার্ড গ্রহণের জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রাহকের হিসাব থাকার আবশ্যকতা নেই।

Dual Currency কার্ড কী?

✓ Dual Currency কার্ড এক ধরনের পেমেন্ট কার্ড যার মাধ্যমে দুই ধরণের মুদ্রায় (দেশীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রায়) লেনদেন পরিচালনা করা যায় এবং এই কার্ড দেশে এবং দেশের বাইরে ব্যবহারযোগ্য।

কন্ট্যাক্টলেস পেমেন্ট কি?

✓ কন্ট্যাক্টলেস পেমেন্ট একটি পেমেন্ট পদ্ধতি যার মাধ্যমে গ্রাহকরা Near Field Communication (NFC) প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে Acquiring যন্ত্রসমূহে নির্দিষ্ট দূরত্ব হতে কার্ড ট্যাপ করে লেনদেন পরিচালনা করতে পারেন। কন্ট্যাক্টলেস সুবিধাসম্পন্ন কার্ডটি NFC কার্ড বা কন্ট্যাক্টলেস কার্ড হিসাবেও পরিচিত এবং কার্ডের উপরে তরঙ্গ সদৃশ প্রতীক (wave-like symbol) দেখে এই ধরনের কার্ড চিহ্নিত করা যায়।

কন্ট্যাক্টলেস পেমেন্ট এর লেনদেনের সীমা কত?

✓ বর্তমানে NFC সুবিধাযুক্ত কন্ট্যাক্টলেস কার্ডে প্রতি লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ৮৫,০০০/-(টাকা পাঁচ হাজার মাত্র)।

CNP লেনদেন কি?

✓ কার্ড-নট-প্রেজেন্ট (CNP) এক ধরণের কার্ড ভিত্তিক লেনদেন যার মাধ্যমে ক্রেতা এবং বিক্রেতার সরাসরি উপস্থিতি ছাড়াই দুরবর্তী স্থান হতে লেনদেন সম্পাদন করতে পারেন। ইন্টারনেট বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ই-কমার্স এর অর্থ পরিশোধ, কার্ড-নট-প্রেজেন্ট (CNP) লেনদেনের একটি সাধারণ উদাহরণ।

QR-কোড ভিত্তিক পেমেন্ট কী?

✓ কুইক রেসপন্স (QR) কোড যন্ত্রের মাধ্যমে পাঠযোগ্য সংকেত সম্বলিত একটি ছবি, যা স্মার্টফোন দ্বারা স্ক্যান করা যায় এবং তা লেনদেন সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করা যায়।

QR-কোড কত প্রকার ও কী কী?

✓ QR-কোড ০২ (দুই) প্রকারের। সেগুলো হলো: Static QR ও Dynamic QR।

Static QR কী?

✓ Static QR-কোডে পরিশোধের মূল্যমান ব্যতীত পরিশোধ সম্পর্কিত অন্যান্য সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। গ্রাহক QR-কোড স্ক্যান করার পর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে পণ্য/সেবার মূল্য বাবদ প্রদেয় টাকার পরিমাণ নিবেশপূর্বক পরিশোধ প্রক্রিয়া সম্পনড়ব করে।

Dynamic QR কী?

✓ Dynamic QR-কোডে প্রতিটি লেনদেনের মূল্যমানসহ পরিশোধ সম্পর্কিত সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। গ্রাহক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে QR-কোড স্ক্যান করে পেমেন্ট সম্পর্কিত অন্য কোন তথ্য নিবেশ ব্যতিরেকেই পরিশোধ প্রক্রিয়া সম্পনড়ব করেতে পারেন।

Bangla QR কী?

✓ দেশের QR-কোড ভিত্তিক খুচরা লেনদেনের ক্ষেত্রে অভিনড়বতা এবং ইন্টারঅপারেবিলিটি সুবিধা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সম্প্রদায় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জাতীয় QR-কোড মানদণ্ডটি (Standard) Bangla QR নামে পরিচিত।

ব্যাংক ও MFS ছাড়া আর কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিশোধ সেবা প্রদান করে?

✓ ব্যাংক ও MFS ছাড়া আরও দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিশোধ সেবা প্রদান করে থাকে। যথা: Payment Services Provider (PSP) and Payment System Operator (PSO)।

PSO কী? এটি কী ধরনের পরিশোধ সেবা প্রদান করে?

✓ PSO মানে পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর বা পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী। PSO প্রধানতঃ Payment Gateway সার্ভিস প্রদান করে, যার সাহায্যে ই-কমার্স উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য/সেবা মূল্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া কিছু PSO এর অবকাঠামো ব্যবহার করে ব্যাংকগুলো কার্ড ও ATM লেনদেন পরিচালনা করে।

PSO ব্যবসায় পরিচালনার পূর্বশর্ত কী?

✓ PSO ব্যবসা পরিচালনার জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়।

বাংলাদেশে PSO হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করছে কারা?

✓ বর্তমানে আইটি কনসালটেন্ট লিমিটেড, এসএসএল কমার্স লিমিটেড, সূর্যমুখী লিমিটেড, প্রগতি সিস্টেমস লিমিটেড এবং পোটোনিক্স লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স নিয়ে PSO হিসেবে কাজ করছে।

PSP কী? এটি কী ধরনের পরিশোধ সেবা প্রদান করে?

✓ PSP মানে পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার বা পরিশোধ সেবাদানকারী। PSP প্রদত্ত সেবা e-wallet সেবা নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট সেবাদানকারীর সাথে একাউন্ট খোলার মাধ্যমে গ্রাহক তার ব্যাংক একাউন্ট হতে e-wallet-এ টাকা এনে অনলাইন কেনাকাটা, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, টিউশন ফি পরিশোধ ইত্যাদি লেনদেন করতে পারে।

PSP ব্যবসা পরিচালনার পূর্বশর্ত কী?

✓ PSP ব্যবসা পরিচালনার জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়।

বাংলাদেশে PSP ব্যবসা পরিচালনা করছে কারা?

✓ বর্তমানে দেশে আই-পে সিস্টেমস লিমিটেড, ডি মানি বাংলাদেশ লিমিটেড, রিকারশন ফিনটেক লিমিটেড এবং গ্রিণ এন্ড রেন টেকনোলজি লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স নিয়ে PSP সেবা দিচ্ছে।

কিভাবে PSP এবং PSO লাইসেন্স পাওয়া যায়?

✓ প্রথম ধাপে PSP এবং PSO লাইসেন্স পেতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে তাদের ব্যবসায়িক ধারণাপত্র ও আনুষঙ্গিক দলিলপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগে জমা দিতে হয়। দাখিলকৃত কারিগরি ও ব্যবসায়িক দলিলপত্র পর্যালোচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সন্তোষজনক মনে করলে তাদের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উনড়বয়নের জন্য অনাপত্তি পত্র (NOC) প্রদান করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফলভাবে প্রযুক্তিগত অবকাঠামো বাস্তবায়ন সাপেক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়ে থাকে।

BD-RTGS সিস্টেম কী?

✓ BD-RTGS সিস্টেম অর্থ বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম। এটি অর্থ লেনদেনের সবচেয়ে দ্রুত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। এই লেনদেন ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক (সর্বোচ্চ ৩০ মিনিটের মধ্যে) এক ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট হতে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে টাকা পাঠানো যায়।

BD-RTGS সিস্টেমে কী কী ব্যাংকিং সুবিধা আছে?

✓ RTGS ব্যবস্থায় এক ব্যাংকের গ্রাহক অপর ব্যাংকের গ্রাহকের হিসাবে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ স্থানান্তর করতে পারেন। পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ লেনদেন করতে পারেন। সরকারি কোষাগারে দ্রুত অর্থ প্রদান এবং অর্থ প্রাপ্তির পর মেসেজের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় বিধায় বিভিনড়ব ধরণের সরকারি পরিশোধ ব্যবস্থা RTGS সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। RTGS ব্যবস্থায় বর্তমানে কাস্টমস ডিউটির ই-পেমেন্ট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনলাইন ভ্যাট পেমেন্ট এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অটোমেটিক চালান সিস্টেম সংযুক্ত রয়েছে।

BD-RTGS ব্যবস্থায় গ্রাহক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত টাকা লেনদেন করতে পারেন?

✓ BD-RTGS ব্যবস্থায় গ্রাহক সর্বনিম্ন ১ লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ যে কোন অংকের টাকা লেনদেন করতে পারেন।

BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে সর্বোচ্চ চার্জ কত?

✓ BD-RTGS ব্যবস্থায় যিনি টাকা পাঠান তাঁকে সর্বোচ্চ ১০০ টাকা (ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ) চার্জ করা হয়।

BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর সময়সীমা কী?

✓ BD-RTGS ব্যবস্থায় ব্যাংকিং কার্যদিবসে তার হিসাবে সকাল ১০.০০ টা হতে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে গ্রাহক লেনদেন নির্দেশ পাঠানোর পর তাৎক্ষণিক (সর্বোচ্চ ৩০ মিনিটের মধ্যে) প্রাপক টাকা পান।

BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর পদ্ধতি কী?

✓ ব্যাংকের যে শাখায় গ্রাহকের একাউন্ট রয়েছে সেটিতে BD-RTGS সুবিধা থাকলে গ্রাহক শাখায় গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর নির্দেশ দিবেন। ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত নির্দেশনা অনুসারে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। তবে, কিছু ব্যাংক ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও অনলাইনে BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর নির্দেশ গ্রহণ করে থাকে।

টাকা পাঠানোর জন্য গ্রাহক কী কী তথ্য প্রদান করবেন?

✓ BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর জন্য গ্রাহক প্রাপকের নাম, প্রাপকের ব্যাংক এবং শাখার নাম, টাকার পরিমাণ ও টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কিত তথ্য ব্যাংক কে প্রদান করবেন।

BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে বিলম্ব হলে কিংবা ব্যর্থ হলে গ্রাহক কিভাবে এর সমাধান পাবেন?

✓ BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে বিলম্ব/ব্যর্থ হলে গ্রাহক নিজের ব্যাংক/ব্যাংকের শাখায় অভিযোগ করবেন। এতে সমাধান পাওয়া না গেলে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট এর পরিচালক এর ইমেইল gm.psd@bb.org.bd এ অভিযোগ জানাতে পারবেন।